

سُورَةُ الْاٰلِ اِمْرَانٍ مَكَّةَ مِثَّةٌ

৩-সূরা আ লে 'ইমরান

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২০১ আয়াত এবং ২০ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অশাচিৎ-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। আলিফ নাম মীম্

اَلَمْ ②

৩। আল্লাহ (সেই সত্তা), যিনি ব্যাতিরেকে কোন মা'বুদ নাই, তিনি চিরজীব-জীবনদাতা, চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا تَأْخُذُ بِهِ الْغَنَمَاتُ ③

৪। তিনি সত্যসহ তোমার উপর এই কিতাব নাযেল করিয়াছেন, উহার সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া যাহা ইহার পূর্বে (আসিয়া) ছিল; এবং তিনি ইহার পূর্বে মানবজাতির হেদায়াতের জন্য তওরাত ও ইনজীল নাযেল করিয়াছিলেন; এবং তিনি ফুরকান নাযেল করিয়াছেন ।

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ④ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ⑤

৫। যাহারা আল্লাহর নির্দেশাবলীকে অস্বীকার করে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য কঠোর আযাব (অবধারিত) আছে । এবং আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী ।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ⑥ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ⑦

৬। নিশ্চয় আল্লাহ (সেই সত্তা), যাহার নিকট হইতে কোন বস্তুই গোপন নহে, না পৃথিবীতে এবং না আকাশে ।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ⑧

৭। তিনিই মাহুগর্তে যেভাবে চাহেন তোমাদিগকে আকৃতি দান করেন; তিনি ব্যাতিরেকে কোন মা'বুদ নাই, তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজাময় ।

هُوَ الَّذِي يَصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑨

৮। তিনিই, তোমার উপর এই কিতাব নাযেল করিয়াছেন, যাহার কতক আয়াত সুস্পষ্ট-স্বার্থহীন, যেগুলি এই কিতাবের মূল; এবং অনাগুলি পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ, রূপক

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي

(এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যাবাহী), কিন্তু যাহাদের অন্তরে বক্রতা আছে তাহারা ফিৎনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এবং ইহার (অপ)ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে ঐ অংশের অনুসরণ করে যাহা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ, রূপক; অথচ ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা জানেন কেবল আল্লাহ্, এবং জানে পরিপক্ক লোকগণ; তাহারা বলেন, 'আমরা ইহার উপর ঈমান রাখি, সবই আমাদের প্রভুর তরফ হইতে সমাগত। বস্তুতঃ ধীমান ব্যক্তিগণ বাতীত অন্য কেহই উপদেশ গ্রহণ করে না।

৯। 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেওয়ার পর আমাদের হাদয়কে বক্র হইতে দিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমি মহান দাতা;

১০। হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় তুমি মানব জাতিকে সেইদিন একত্রিত করিবে, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই; আল্লাহ্ (নিজ)

১ [১০] প্রতিশ্রুতিকে আদৌ ভঙ্গ করেন না।'

১১। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে— তাহাদের ধন-সম্পদ এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্র মোকাবেলায় কখনও তাহাদের কোন কাজে আসিবে না; এবং ইহারা ইয়ির ইফন।

১২। (তাহাদের আচরণ) ফেরাউনের সম্প্রদায় ও তাহাদের পূর্ববর্তী লোকদের আচরণের অনুরূপ; তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; ইহাতে আল্লাহ্ তাহাদের পাপ সমূহের দরুন তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছিলেন; এবং আল্লাহ্ শাস্তি দানে অতীব কঠোর।

১৩। যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদিগকে তুমি বল, 'অচিরেই তোমরা পরাভূত হইবে এবং তোমাদিগকে জাহান্নামের দিকে একত্রিত করিয়া লইয়া যাওয়া হইবে, এবং উহা বড়ই মন্দ বাসস্থান।'

১৪। ঐ দুই দলের মধ্যে, যাহারা পরস্পর যুদ্ধের সম্মুখীন হইয়াছিল, নিশ্চয় তোমাদের জন্য এক নিদর্শন ছিল; একদল আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করিতেছিল এবং অপর দল কাফের ছিল;

قُلُوبِهِمْ زُلْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلَةٍ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالزَّيْعُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ①

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَكِيلُ ②

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ عِوَادَهُ ③

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ تُلَاقُوا عَنْهُمْ نُورُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ④

كَذَابٍ أَلْفَعُونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاحْصُمْ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑤

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْدٌ مَا سَتَقْبَلُونَ وَتُحْمَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ⑥

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَتِي النَّعْمَانِ فَتَهُ تَعَابَلِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ تَرَوْنَهُمْ مَثَلًا لِمِثْلِهِمْ رَأَىٰ

যাহাদিগকে তাহারা (নিজেদের) চোখের দৃষ্টিতে নিজেদের তুলনায় বিশৃণ দেখিতেছিল । এবং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিমান করেন । নিশ্চয় ইহার মধ্যে দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে ।

১৫ । মানুষের নিকট কামনার বস্তুগুলির যথা, রমনীগণের, সজ্জান-সজ্জিত, স্তূপে স্তূপে পুঞ্জীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যের, চিহ্নিত অস্ত্রাভির, পূহপালিত পশুসমূহের এবং শসাক্ষত্রের প্রতি আসক্তিকে মনোরম করিয়া দেখানো হইয়াছে । এই গুলি সব পার্থিব জীবনের ভোগ-সামগ্রী; কিন্তু আল্লাহ্ তিনি, যাহার নিকট উত্তম আবাসস্থল আছে ।

১৬ । তুমি বল, ‘আমি কি তোমাদিগকে উহা অপেক্ষা উত্তম বস্তুর সংবাদ দিব ?’ যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর নিকট রহিয়াছে জন্মাতসমূহ, যাহাদের তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত, তাহারা তথায় বাস করিবে এবং (তোমাদের জন্য সেখানে) পবিত্র জোড়া সমূহ এবং আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সন্তুষ্টি (নির্ধারিত) আছে । এবং আল্লাহ্ (তাহার) বান্দাগণ সম্বন্ধে সর্বদ্রষ্টা ।

১৭ । যাহারা বলে, ‘হে আমাদের প্রভু ! নিশ্চয় আমরা ঈমান আনিয়াছি; অতএব, তুমি আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা কর, এবং আগুনের আযাব হইতে আমাদের রক্ষা কর;

১৮ । যাহারা ধৈর্যশীল, এবং সত্যবাদী, এবং অনুগত, এবং (আল্লাহ্র পথে স্থায়ী ধন-সম্পদ) ব্যয়কারী এবং রাষ্ট্রের শেষ ভাগে ক্ষমা প্রার্থনাকারী ।’

১৯ । আল্লাহ্ সাক্ষা দিতেছেন যে, তিনি বাতীত কোন মা'ব্দ নাই—এবং ফিরিশ্তাগণও এবং জাঙ্গিগণও ন্যায়ের উপর কায়ম হইয়া (এই সাক্ষা দেয়); তিনি বাতীত কোন মা'ব্দ নাই, যিনি মহা পরাক্রমশালী, প্রত্যক্ষ ।

২০ । নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট ইসরাহীম পরিপূর্ণ দীন । এবং যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পরই পরস্পর বিতর্কবশতঃ তাহারা মতভেদ করিল । এবং যে কেহ আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে তাহা হইলে (সে জানিয়া রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর ।

الْعَبِيدُ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝

لَهُنَّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْزَّيْتِ السُّومَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَالِ ۝

قُلْ أَؤْتِيكُمْ خَيْرٌ مِّنْ ذَلِكَ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ ۝

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا أَمْنَا فَلَمَّا خَلَّوْنَا دُونَنَا عَدَا بَالِئًا ۝

الضَّالِّينَ وَالضَّالِّينَ وَالْقَاتِلِينَ وَالْمُتَكِبِينَ وَالْمُتَكِبِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ۝

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَالِمًا بِأَنفُسِهِمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ لَإِصْلَاحَاتٌ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُولُوا الْكِتَابِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْحُكْمُ بِغَيْبٍ بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعٌ ۝

২১। কিছু যদি তাহারা তোমার 'সহিত বিতর্ক করে তাহা হইলে তুমি বল, 'আমি আল্লাহর নিকট পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছি এবং যাহারা আমার অনুসরণ করে তাহারাও।' এবং যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদিগকে এবং উম্মী দিগকে বল, 'তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করিয়াছ?' অতঃপর, তাহারা যদি আত্মসমর্পণ করে তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা হেদায়াত পাইয়াছে, এবং যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া নয় তাহা হইলে তোমার কর্তব্য কেবল (পরগাম) পৌছাইয়া দেওয়া। এবং আল্লাহ (তাহার) বান্দাগণের সম্বন্ধে সর্বপ্রতি।

২২। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করিতে চাহে এবং লোকদের মধ্য হইতে যাহারা ন্যায় বিচারের আদেশ দেয় তাহাদিগকেও হত্যা করিতে চাহে, তাহা হইলে তুমি তাহাদিগকে যন্তনাদায়ক আযাবের সংবাদ দাও।

২৩। তাহারাই সেই সকল লোক যাহাদের কর্ম সমূহ ইহকালে ও পরকালে বার্থ হইবে এবং তাহাদের কোন সাহায্যকারী হইবে না।

২৪। যাহাদিগকে কিতাবের একাংশ দেওয়া হইয়াছিল, তুমি কি তাহাদিগকে লক্ষ্য কর নাই? (যখন) তাহাদিগকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয় যেন ইহা তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দেয়, তখন তাহাদের মধ্য হইতে একদল উপেক্ষা করিয়া মুখ ফিরাইয়া নয়।

২৫। ইহা এই জনা যে, তাহারা বলে, 'নির্দিষ্ট কতক দিন ব্যতীত অগ্নি আমাদের আদৌ স্পর্শ করিবে না।' এবং তাহারা যাহা মিথ্যা রচনা করিয়া আসিতেছিল তাহাই তাহাদিগকে তাহাদের ধর্ম সম্বন্ধে প্রতারণিত করিয়াছে।

২৬। অতএব, যখন আমরা তাহাদিগকে সেই দিন একত্রিত করিব যাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই তখন অবস্থা কেমন হইবে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে যাহা সে অর্জন করিবে উহার পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হইবে এবং তাহাদের উপর কিছু মাত্র যুলুম করা হইবে না?

২৭। তুমি বল, 'হে রাজাধিপতি আল্লাহ! তুমি যাহাকে চাহ রাজত্ব দান কর এবং যাহার নিকট হইতে চাহ রাজত্ব কাড়িয়া লও; এবং যাহাকে চাহ ইজ্জত দান কর এবং যাহাকে চাহ

فَإِنْ حَاجَّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ
وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُ وَإِنْ
أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ كُفُّوا فَاِنَّا عَلَيْكَ بَرِّقُ
عَالَمٌ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ
يَكْفُرُوا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ
النَّاسِ لَبِئْسَ هُمْ بَعْدَ آيَاتِهِمْ ۝

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَاتُ وَالْأَخْيَرُ
وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ
إِلَى الْكِتَابِ وَاللَّهِ لِيُخْصِمَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فِرْقُهُمْ
هُم مُّضِلُّونَ ۝

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَنَالَنَا النَّارُ لَوْلَا آيَاتُ مَا بَدَأَ
وَعَزَّ هُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ۝

فَلَيْكَ إِذَا جَعَلَهُمْ رِزْقًا لِّرَبِّهِمْ وَوَقَّيْتَ
كُلَّ نَفْسٍ فَاكْتَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

قُلِ اللَّهُمَّ لَكَ الْمَلِكُ تُوِي الْمَلِكُ مَنْ تَشَاءُ وَتُوِي
الْمَلِكُ مَنْ تَشَاءُ وَتُوِي مَنْ تَشَاءُ وَتُوِي مَنْ

লাঞ্ছিত কর। সকল কল্যাণ তোমারই হস্তে। নিশ্চয় তুমি প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

২৮। তুমি রাগিকে দিবসের মধ্যে প্রবিষ্ট কর এবং দিবসকে রাগির মধ্যে প্রবিষ্ট কর; এবং তুমি জীবিতকে মৃত হইতে বাহির কর এবং মৃতকে জীবিত হইতে বাহির কর। এবং যাহাকে চাহ তুমি বেহিসাব রিষক দান কর।'

২৯। মো'মিনগণ যেন মো'মেনগণকে ছাড়িয়া কাফেরদিগকে বন্ধ হিসাবে গ্রহণ না করে, এবং (তোমাদের মধ্যে) যে কেহ ইহা করিবে, আল্লাহর সহিত কোন বিষয়ে তাহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না; হাঁ, কেবল তোমরা তাহাদের নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবে। এবং আল্লাহ তোমাদিগকে তাঁহার সত্তা (তাঁহার শাস্তি) সম্বন্ধে সতর্ক করিতেছেন এবং আল্লাহরই দিকে (সকলকে) প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

৩০। তুমি বল, 'তোমাদের বন্ধদশে যাহা কিছু আছে উহা তোমরা প্রকাশ কর অথবা উহা গোপন কর, আল্লাহ উহা জানেন; এবং তিনি জানেন যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু গৃথিবীতে আছে। এবং আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।'

৩১। (সেই দিনকে উয়্য কর) যেদিন প্রত্যেক আত্মা যে কোন উত্তম কাজ করিয়া থাকিবে উহা নিজের সম্মুখে হামির পাইবে এবং যে কোন মন্দ কাজ করিয়া থাকিবে উহাও (হামির পাইবে)। সে তখন কামনা করিবে, হায়! যদি উহার এবং তাহার মধ্যে দীর্ঘ বাবধান হইত। এবং আল্লাহ তোমাদিগকে তাঁহার সত্তা (তাঁহার শাস্তি) সম্বন্ধে সতর্ক করিতেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তাঁহার বান্দার প্রতি অতি মমতালীন।

৩২। তুমি বল, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহা হইলে তোমরা আমার অনুসরণ কর; আল্লাহও তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াদিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।'

৩৩। তুমি বল, 'আল্লাহ ও এই রসূলের আনুগত্য কর;' কিন্তু যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তাহা হইলে (জানিও) আল্লাহ কাফেরদিগকে ভালবাসেন না।

نَشَاءُ بِمَيْدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ نَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُخَذِ لَكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَالِلَّهِ التَّصْيِيرُ

قُلْ إِنْ تَحْفَظُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَزِيدُوا يَعْلَهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

يَوْمَ يُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخَضَّرًا ۖ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُخَذِ لَكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ وَفَّى بِالْعِبَادِ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا إِلَهُ الْكَافِرِينَ

৩৪। নিশ্চয় আল্লাহ্ আদমকে এবং নূহকে এবং ইব্রাহীমের বংশধরকে এবং ইমরানের বংশধরকে (সমসাময়িক) জগদ্বাসীর উপর মনোনীত করিয়াছিলেন—

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَالْإِسْمَاعِيلَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এমন এক বংশধরকে, যাহারা একে অপর হইতে উত্তৃত হইয়াছিল এবং আল্লাহ্ সর্বপ্রাভা, সর্বজ্ঞানী।

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

৩৬। (স্মরণ কর) যখন ইমরানের স্ত্রী বলিল, 'হে আমার প্রভু! যাহা কিছু আমার গর্ভে আছে উহাকে আমি (সংসার) মুক্ত করিয়া তোমার (ধর্মের) খেদমতের জন্য উৎসর্গ করিলাম। সুতরাং তুমি আমার নিকট হইতে ইহা কবুল কর, নিশ্চয় তুমি সর্বপ্রাভা, সর্বজ্ঞানী।'

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾

৩৭। অতঃপর, যখন সে উহাকে প্রসব করিল তখন বলিল, 'হে আমার প্রভু! আমি যে এক কন্যা প্রসব করিয়াছি।' অথচ আল্লাহ্ উহা সর্বাপেক্ষা অধিক জানিতেন যাহা সে প্রসব করিয়াছিল, বস্তুতঃ (তাহার কামা) পুত্র সন্তান (এই প্রসূত) কন্যা সন্তানের সমতুল্য নহে; এবং আমি তাহার নাম মরিয়ম রাখিয়াছি, এবং তাহাকে এবং তাহার বংশধরগণকে বিতাড়িত শয়তান হইতে তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করিতেছি।'

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَاءُ لِلْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ ۖ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٧﴾

৩৮। সুতরাং তাহার প্রভু তাহাকে উত্তমভাবে কবুল করিলেন এবং তাহাকে উত্তম ভাবে বর্ধিত করিলেন এবং যাকারিয়াকে তাহার অভিভাবক করিলেন। যখনই যাকারিয়া তাহার নিকট মেহরাবে (ইবাদতস্থানায়) যাইত, সে তাহার নিকট খাদ্য সামগ্রী পাইত। সে (একদা) বলিল, 'হে মরিয়ম! ইহা তোমার জন্য কোথা হইতে আসে?' সে বলিল, 'ইহা আল্লাহ্র নিকট হইতে।' নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন বেহিসাব দান করেন।

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسْبٍ وَابْتَنَاهَا بِنَاءٍ حَسْبًا ۖ وَنَفَخَ فِي زَكْوَاهَا مِنْ طِينٍ ۖ وَدَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْغَوَابِ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَمْرِؤُا نِي لَكَ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

৩৯। তখন সেখানেই যাকারিয়া তাহার প্রভুকে ডাকিয়া বলিল, 'হে আমার প্রভু! তুমি তোমার নিকট হইতে আমাকে পবিত্র সন্তান-সন্ততি দান কর, নিশ্চয় তুমি বড়ই দোয়া শ্রবণকারী।'

هَٰذَا لَكَ دُعَاؤُا زَكَرِيَّا ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٩﴾

৪০। যখন সে মেহরাবে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছিল তখন ফিরিশ্তাগণ তাহাকে ডাকিয়া বলিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে ইয়াহুইয়ার সুসংবাদ দিতেছেন, সে আল্লাহ্র এক বাক্যের সত্যায়নকারী, নেতা, সচ্চরিত্র এবং সংকর্মশীলগণের মধ্য হইতে নবী হইবে।

فَتَادَّاهُ الْمَلَكُ ۖ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْغَوَابِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَبْشِّرُكَ بِغُلَامٍ ۖ قَالَ كَيْفَ يَكُونُ لِي غُلَامٌ ۖ قَالَ فَصَبِّحْ ۖ فَاتَّخَذَ مِنْهُ وَاعِدًا ۖ وَحَصُورًا ۖ وَنَبِيًّا ۖ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٤٠﴾

৪৯। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! আমার পুত্র কিরূপে হইবে, অথচ বার্বকা আমাকে পরাভূত করিয়াছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা? ' তিনি বলিলেন 'এই রূপেই, আল্লাহ্ যাহা চাহেন করেন।'

৪২। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! আমার জন্য (আদেশ পূর্বক) কোন নিদর্শন দান কর।' তিনি বলিলেন, 'তোমার জন্য নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন যাবৎ লোকের সহিত ইঙ্গিতে ব্যতীত কথা বলিবে না। এবং তুমি তোমার প্রভুকে বেশী বেশী স্মরণ কর এবং সন্ধ্যা ও প্রভাতে তাহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।'

৪৩। এবং (স্মরণ কর) এখন ফিরিশতাগণ বলিল, 'হে মরিয়ম! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন এবং তোমাকে পবিত্র করিয়াছেন এবং তোমাকে (তৎকালীন) বিশ্বের মহিলাগণের উপরে মনোনীত করিয়াছেন।'

৪৪। হে মরিয়ম! তুমি তোমার প্রভুর আনুগত্য কর এবং সেজদা (পরম দীনতা প্রকাশ) কর এবং রুকূকারীগণের (এক আল্লাহ্র ইবাদত কারীগণের) সহিত মিলিত হইয়া রুকূ কর।'

৪৫। ইহা গায়েবের সংবাদ সমূহের অন্তর্গত, যাহা আমরা তোমার প্রতি ওহী করিতেছি। এবং তুমি তখন তাহাদের নিকটে ছিলে না যখন তাহারা আপন আপন তীর নিক্ষেপ করিতেছিল যে, তাহাদের মধ্য হইতে কে মরিয়মের অভিভাবক হইবে; এবং যখন তাহারা পরস্পরের মধ্যে বাদানুবাদ করিতেছিল তখনও তুমি তাহাদের নিকটে ছিলে না।

৪৬। যখন ফিরিশতাগণ বলিল, 'হে মরিয়ম! নিশ্চয় আল্লাহ্ নিজের এক কালামের দ্বারা তোমাকে (একটি সন্তানের) সুসংবাদ দিতেছেন, তাহার নাম হইবে মসীহ ঈসা ইবনে মরিয়ম, সে ইহকাল এবং পরকালে সম্মানের অধিকারী এবং (আল্লাহ্র) নৈকট্য-প্রাপ্ত লোকগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে;

৪৭। এবং সে দোলনায় এবং প্রৌঢ়াবস্থায় লোকদের সহিত কথা বলিবে এবং সৎকর্মপরায়ণগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

قَالَ رَبِّ اَنْىٰ يَكُوْنُ لِىْ عُلْمٌ وَّ قَدْ بَلَغَنِى الْاِكْبَرُ
وَ اَمْرًاى عَاقِرٌ قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۝

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً ۚ قَالَ اَيْتُكَ اَلَا تَحْكُمُ النَّاسَ
ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمَآءًا وَاذْكُرْ ذٰلِكَ كَثِيْرًا وَّ سَخِرْ بِالسَّيِّئِ
وَالْاِِبْكَارِ ۝

وَ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ
وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفٰكِ عَلَى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

يٰمَرْيَمُ اقْنُصِيْ لِزِيْنِكَ وَ اسْجُدِيْ وَ اِرْكَعِيْ مَعَ
الْوٰكِعِيْنَ ۝

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاِ الْغَيْبِ نُوْحِيْنَا اِلَيْكَ ۚ وَ مَا كُنْتَ
لَدُنْهُمْ اِلَّا يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اِيْهُمْ يَخْلُفُ مَرْيَمَ
وَ مَا كُنْتَ لَدُنْهُمْ اِلَّا يَخْتَصِمُوْنَ ۝

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يَخْبُرُكِ بِكَلِمَةٍ
فَاَنْتِ مِنَ السَّابِقِۙ يَتَّبِعِىْ اِبْنٌ مَّرْمِيٍّ وَ جِدْهَا
فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

وَ يَحْكُمُ النَّاسَ فِى الْمُهْدِ وَ كَهْلًا وَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

৪৮। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু। কিরূপে আমার সন্তান হইবে অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই?' তিনি বলিলেন, 'এই ভাবেই, আল্লাহ্ যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন, যখন কোন বিষয় তিনি ফয়সালা করেন তখন উহার সম্বন্ধে তিনি শুধু বলেন, 'হও', তখন উহা হইয়া যায়;

৪৯। এবং তিনি তাহাকে কিতাব এবং হিকমত এবং তওরাত এবং ইনজীল শিক্ষা দিবেন;

৫০। এবং বনী ইসরাঈলের প্রতি রসূল রূপে (এই পয়গাম সহ প্রেরণ করিবেন)যে, আমি নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে এক নিদর্শনসহ আসিয়াছি (উহা এই) যে, তোমাদের জন্য কাদা হইতে আমি পানীয় অবস্থার অনুরূপ সৃষ্টি করিব, অতঃপর উহার মধ্যে আমি ফুৎকার করিব, ফলে উহা আল্লাহর আদেশে উদ্ভয়নশীল হইয়া যাইবে, এবং আল্লাহর আদেশে আমি অল্প এবং কুঠ রোগীকে নিরাময় করিব এবং মৃতগণকে জীবন দান করিব, এবং তোমরা কি খাইবে এবং তোমাদের ঘরে কি সঞ্চয় করিবে সেই বিষয়ে তোমাদিগকে আমি অবহিত করিব। নিশ্চয় ইহার মধ্যে তোমাদের জন্য এক নিদর্শন রহিয়াছে যদি তোমরা মো'মেন হও।

৫১। এবং আমি তসদীককারী উহার যাহা আমার সম্মুখে আছে অর্থাৎ তওরাতের, এবং এইজন্য (আসিয়াছি) যেন আমি তোমাদের জন্য হালাল করি কতক বস্তুকে যাহা (পূর্বে) তোমাদের উপর হারাম করা হইয়াছিল, এবং তোমাদের প্রভুর তরফ হইতে আমি এক নিদর্শনসহ তোমাদের নিকট আসিয়াছি, অতএব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর;

৫২। নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু, সুতরাং তাঁহারই ইবাদত কর, ইহাই সরল-সুদৃঢ় পথ।'

৫৩। অতঃপর যখন ঈসা তাহাদের মধ্যে কুফরী অনুভব করিল, সে বলিল, 'আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হইবে?' হাওয়ারীগণ বলিল, 'আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী, আমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনিয়াছি। এবং তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী।

قَالَتْ رَبِّ اَنْىٰ يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشْرٌ
قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ اِذَا فَعَلَ اَمْرًا فَاَمَّا
يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٥٠﴾

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْاِنْجِيلَ ﴿٥١﴾

وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِي اِسْرَآءِيْلَ اَنِّىْ مَدَّ جُنْحَكُمْ بِاَيِّهِ
مِنْ رَبِّكُمْ اَنِّىْ اَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ هَيْفَةً الطَّيْرِ

فَاَنْفَعُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا يَّادْبِىْ اَللّٰهُ وَ اُنْبِئْنِى
اِنَّ لَكُمْ وَاَلَكْبَرِصَ وَ اُنِّىْ اَمُوْتُ بِاَدْبِىْ اَللّٰهُ وَ
اُنْبِئْنِى بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدْرَجُوْنَ فِىْ بُيُوتِكُمْ
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٥٢﴾

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرَةِ وَاِلَّا جِئْتُ
لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُزِمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ
مِّنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوْنَ ﴿٥٣﴾

اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ
مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٥٤﴾

فَلَمَّا اَحْسَٰ عَيْنِى مِنْهُمْ اَلَفْتُ قَالَ مَنْ اَصْلٰوِى
اِلٰى اللّٰهِ قَالَ النّٰوِيْذُوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ اَمْسِكَا
بِاللّٰهِ وَ اَشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৪। হে আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান আনিয়াছি উহার উপর যাহা তুমি নাযেল করিয়াছ এবং এই রসুলের অনুসরণ করিয়াছি। অতঃপর, তুমি আমাদের সাক্ষীগণের মধ্যে লিখিয়া রাখ।'

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أُنزِلَكَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا
مَعَ الشَّاهِدِينَ ④

৫৫। এবং তাহারা (ঈসার শত্রুগণ) পরিকল্পনা করিল এবং আল্লাহও পরিকল্পনা করিলেন এবং আল্লাহ পরিকল্পনা কারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

فَعَمِلُوا صُفُوفًا لِّمَنْ هُمْ مُنَادُونَ ⑤

৫৬। (সম্মুখ কর সেই সময়কে) যখন আল্লাহ বলিলেন, 'হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে মৃত্যু দিব এবং আমার দিকে তোমাকে উন্নীত করিব এবং যাহারা অস্বীকার করে তাহাদের (দোষারোপ) হইতে তোমাকে পবিত্র করিব এবং যাহারা অস্বীকার করে তাহাদের উপর তোমার অনুসরণকারীদেরকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত প্রাধান্য দান করিব, অতঃপর আমার সম্মুখানেই হইবে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন আমি তোমাদের মধ্যে ঐ বিষয়ে ফয়সালা করিব যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিয়া আসিতেছিলে।

إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى
مُطَهَّرٍ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَجْعَلُ الَّذِينَ
اتَّبَعُوكَ تَوْفَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ
إِنِّي مُرْجِعُكُمْ فَأَخْلَعُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ ⑥

৫৭। অতঃপর, যাহারা অবিশ্বাস করে, তাহাদের পরিণাম এই যে, আমি তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিব—ইহকালেও এবং পরকালেও, এবং তাহাদের জন্য কেহই সাহায্যকারী হইবে না;

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعْدِدْ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ⑦

৫৮। বাকী রহিল তাহাদের বিষয় যাহারা ঈমান আনে এবং পূর্ণা কর্ম করে, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের পূর্ণা কর্মের পূর্ণ পুরস্কার দান করিবেন। এবং আল্লাহ যানোমদিগকে ভালবাসেন না।'

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ⑧

৫৯। ইহা সেই বিষয় যাহা আমরা তোমার নিকট আয়াত সমূহ এবং হিকমতপূর্ণ উপদেশবানী হইতে আরতি করিতেছি।

ذَلِكَ تَتْلُو عَلَيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ⑨

৬০। নিশ্চয় আল্লাহর নিকট ঈসার অবস্থা আদমের অবস্থার অনুরূপ। তিনি তাহাকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি তাহাকে বলিলেন, 'হও' এবং সে হইয়া গেল।

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ
تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ⑩

৬১। (ইহা) তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে পূর্ণ সত্য, সূত্রাং সন্দেহ গোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ⑪

৬২। সুতরাং তোমার নিকট জ্ঞান আসিবার পরে যে ব্যক্তি তোমার সঙ্গে এই বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করে তাহাকে তুমি বল, আস, আমরা ডাকি আমাদের পুত্রগণকে এবং তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে এবং তোমাদের নারীগণকে, এবং আমাদের লোকগণকে এবং তোমাদের লোকগণকে, অতঃপর কাম্বাকাটি করিয়া দোয়া করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র লানিত ঘাচনা করি।'

৬৩। নিশ্চয় ইহাই সত্য বিবরণ, এবং আল্লাহ্‌ বাতীত কোন মা'বুদ নাই এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মহাপরাক্রমশালী, প্রভাময়।

৬৪। কিন্তু যদি তাহারা মুশ্‌ ফিরাইয়া লয়, তাহা হইলে নিশ্চয় [৯] আল্লাহ্‌ ফাসাদকারীদের সম্বন্ধে সর্বজ্ঞানী।

১৪

৬৫। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন এক কথায় আস যাহা আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে সমান— আমরা যেন আল্লাহ্‌ বাতীত কাহারও ইবাদত না করি এবং তাহার সহিত কোন কিছুকেই আমরা শরীক না করি এবং যেন আমাদের মধ্যে কতক অপর কতককে আল্লাহ্‌ বাতীত প্রভু স্বরূপ গ্রহণ না করে।' অতঃপর, যদি তাহারা মুশ্‌ ফিরাইয়া লয়, তাহা হইলে তোমরা বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা (আল্লাহ্‌র নিকট) আত্মসমর্পণকারী।'

৬৬। হে আহলে কিতাব! তোমরা ইব্রাহীম সম্বন্ধে কেন তর্ক কর, অথচ তওরাত ও ইনজীল নিশ্চয় তাহার পরে নাযেল করা হইয়াছে, তবু কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না?

৬৭। দেখ! তোমরাইতো সেই বিষয়ে বাদানুবাদ করিয়াছিলে যে বিষয়ে তোমাদের (কিছু) জ্ঞান ছিল, কিন্তু তোমরা সেই বিষয়ে কেন বাদানুবাদ কর যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই? বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ জানেন এবং তোমরা জ্ঞান না।

৬৮। ইব্রাহীম ইহুদীও ছিল না এবং খ্রীষ্টানও ছিল না, সে ছিল (আল্লাহ্‌র প্রতি) সত্যনিষ্ঠ, আত্মসমর্পণকারী, এবং সে মোশারেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

৬৯। নিশ্চয় ইব্রাহীমের সহিত নিকটতম সম্বন্ধ বিশিষ্ট লোক তাহারা ইয়াহারা তাহার অনুসরণ করিয়া চলে এবং এই নবী এবং (তাহার উপর) যাহারা ঈমান আনিয়াছে, বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ মোমেনগণের অভিভাবক।

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ آبَاءَنَا وَآبَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦٢﴾

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٣﴾

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾

قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ صَوَابِ رَبِّنَا وَنَبْتَهِلْ أَلا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَجِدُ مِنَّا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٥﴾

يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحَاجُّونَ فِي إِدْعَائِهِمْ وَمَا أُنزِلَتْ الْتَوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٦﴾

هَٰ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ حَاجُّهُمْ فِيمَا كُفِّرُوا عَنْهُمْ فَلِمَ تَحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٨﴾

إِنَّ أَوَّلَى الْبَرِيَّةِ بِإِبْرَاهِيمَ لَأَذَرِينَ أَتَّبِعُوهُ وَهَٰذَا الْحَقُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٩﴾

৭০। আহলে কিতাবের মধ্যে একদল আকাশা করে, হয়! যদি তাহারা তোমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে পারিত; বস্তুতঃ তাহারা কেবল নিজদিগকেই পথভ্রষ্ট করিতেছে, কিন্তু তাহারা ইহা উপলব্ধি করে না।

৭১। হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিতেছ, অথচ তোমরাই ইহার (সত্যতার) সাক্ষ্য দান করিতেছ?

৭২। হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা জানিয়া বুঝিয়া সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত কর এবং সত্যকে গোপন কর?

৭৩। আহলে কিতাবের মধ্যে হইতে একদল বলে, 'ঈমান আনিয়াছে যাহারা তাহাদের উপর যাহা কিছু নাযেল করা হইয়াছে উহার উপর তোমরা দিবসের প্রথম ভাগে ঈমান আন এবং উহার শেষ ভাগে অস্বীকার কর, যেন তাহারা ফিরিয়া আসে;

৭৪। এবং তাহারা ইহাও বলে) ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে তোমাদের দীনের অনুসরণ করে, অন্য কাহাকেও মানা করিও না।' তুমি বল, 'নিশ্চয় আল্লাহর হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত, উহা এই যে, কাহাকেও তদনুযায়ী দেওয়া হউক যাহা তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, অথবা তাহারা তোমাদের প্রভুর সম্মুখে তোমাদের নিকট দলিলাদি পেশ করুক।' তুমি বল, 'নিশ্চয় সকল ফয়ল আল্লাহর হাতে, তিনি যাহাকে চাহেন উহা দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী,

৭৫। তিনি যাহাকে চাহেন আপন রহমতের জন্য বাছিয়া লন, এবং আল্লাহ মহা ফয়লের অধিকারী।'

৭৬। আহলে কিতাবের মধ্যে হইতে কেহ কেহ এমন আছে যাহার নিকট তুমি রাশীকৃত ধন-সম্পদ আমানত রাখিলেও সে উহা তোমাকে ফেরৎ দিয়া দিবে, তাহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ এমনও আছে, যাহার নিকট তুমি এক দীনার আমানত রাখিলেও সে উহা তোমাকে ফেরৎ দিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তাহার (মাথার) উপর দাঁড়াইয়া থাক। ইহা এই কারণে যে, তাহারা বলে, 'নিরক্ষরগণের ব্যাপারে আমাদের বিরুদ্ধে কোন কৈফিয়ৎ নাই; এবং তাহারা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলে।

وَذَتْ ظُلُمَةً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ⑥

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُشْهَدُونَ ⑦

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑧

وَقَالَتْ ظُلُمَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَكُفُّوا أَوْجَهَ لَعَلَّهُمْ يُرْجَعُونَ ⑨

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا بِالَّذِي نَبَّعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ فُجُودًا لِّأَنَّ يُوَفَّىٰ أَحَدٌ قِشْرَ مَا أُوتِيَ ثُمَّ أَوْ تَرْتُمْ أَوْ يُجَاوِزُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنْ الْفَضْلُ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ⑩

يُخَصِّصْ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ⑪

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن إِنْ تَأَمَّنْهُ بِظُلْمٍ يُؤْذَىٰ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن إِنْ تَأَمَّنْهُ بِدِينِهِمْ لَا يُؤْذَىٰ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قُلُوبُهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّتِ شَيْءٌ وَلَئِنْ كُنَّا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ⑫

৭৭। না, বরং যে নিজের অস্বীকার পূর্ণ করে এবং আল্লাহর তাক্ওয়া অবলম্বন করে, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীসগকে ভালবাসেন।

৭৮। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহর সংগে কৃত (নিজেদের) অস্বীকারকে এবং কসমসমূহকে অল্প মূল্যে বিক্রয় করে তাহারা এমন লোক যাহাদের জন্য পরকালে কোন অংশ থাকিবে না এবং কিয়ামতের দিনে না আল্লাহ তাহাদের সঙ্গে কথা বলিবেন এবং না তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন এবং না তিনি তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন; পরন্তু তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আয়াব।

৭৯। এবং নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে এমন এক দল আছে যাহারা কিতাব (পাঠ)-এর সঙ্গে নিজেদের জিহ্বাসমূহকে এমন ভাবে মোচড়াই যেন তোমরা উহাকে কিতাবের অংশ বলিয়া মনে কর, অথচ উহা কিতাবের অংশ নহে। এবং তাহারা বলে, 'উহা আল্লাহর তরফ হইতে;' অথচ উহা আল্লাহর তরফ হইতে নহে; এবং তাহারা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলে।

৮০। কোন সত্যপরায়ণ মানুষের পক্ষেই ইহা সমীচীন নহে যে, আল্লাহ তাহাকে কিতাব, প্রজ্ঞা এবং নবুওয়াত দান করেন, অতঃপর সে লোকদিগকে বলে, 'আল্লাহকে ছাড়িয়া তোমরা আমার ইবাদতকারী হও, বরং (সে ইহাই বলিবে) তোমরা রব্বানী (প্রভুর ইবাদতকারী) হও, কেননা তোমরা কিতাব শিক্ষা দিয়া থাক এবং এইজন্য যে, তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করিয়া থাক।'

৮১। এবং ইহাও (তাহার জন্য সমীচীন) নহে যে, সে তোমাদিগকে এই রূপ আদেশ দিবে যে, তোমরা ফিরিশ্তাগণকে এবং নবীগণকে প্রভু রূপে গ্রহণ কর। তোমরা মুসলমান হওয়ার পর কি সে তোমাদিগকে কাকের হইবার আদেশ

৮
[৯] দিবে ?
১৬

৮২। এবং (সমরণ কর) যখন আল্লাহ নবীদের (মাধ্যমে লোকদের) নিকট হইতে অস্বীকার লইয়াছিলেন (এই বলিয়া), 'কিতাব এবং হিকমত হইতে যাহা কিছু আমি তোমাদিগকে দিই, অতঃপর তোমাদের নিকট এমন রসূল আসে যে সেই বাণীর সত্যায়ন করে যাহা তোমাদের নিকট আছে, তখন তোমরা নিশ্চয় তাহার উপর ঈমান আনিবে এবং তাহাকে সাহায্য করিবে।' তিনি বলিলেন, 'তোমরা কি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

بَلَىٰ مَنْ أَوَّلَىٰ بِعَهْدِهِ وَآتَىٰ لَكَ اللَّهُ الْفَوْثَ ۖ
الْمُتَّقِينَ ۝

إِنَّ الَّذِينَ يَشْكُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيَّامِهِمْ ثُمَّ
فَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ
اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُنَادِيهِمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

وَأَنَّ مِنْهُمْ لَفِرْقًا يَلُونُ أَلَسْتُمْ بِالْحَكِيمِ
لِتَحْسِبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ
هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ
عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

مَا كَانَ لِيُشِيرَ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ
وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ
اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيُنَا بِمَا كُنْتُمْ تُعْلَمُونَ الْكِتَابَ
وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۝

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُكْفِرُوا بِاللَّهِ إِنَّكُمْ فُتِنْتُمْ
أَبَاكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ
كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا
مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضُكُمْ

হইলে, এবং এই বিষয়ে তোমরা তোমাদের প্রতি নাস্ত আমার প্রদত্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করিলে ?' তাহারা বলিল, 'আমরা প্রতিজ্ঞা করিলাম।' তিনি বলিলেন, 'তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত রহিলাম।'।

৮৩। অতঃপর, যাহারা ইহার পর ফিরিয়া যাইবে, অবশ্য তাহারা ইহাবে দৃষ্টিপরায়াণ।

৮৪ : অতঃপর, তাহারা কি আল্লাহর দৌনের পরিবর্তে অন্য কিছু চাহে, অথচ আকাশ সমূহে এবং পৃথিবীতে যে কেহ আছে সকলেই ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক তাহার নিকট আশ্রয়সমর্পণ করে এবং তাহাদের সকলকেই তাহার নিকট প্রত্যাবর্তিত করা হইবে ?

৮৫। তুমি বল, 'আমরা ঈমান আনি আল্লাহর উপর এবং উহার উপর যাহা আমাদের উপর নাযেল করা হইয়াছে এবং যাহা ইব্রাহীম এবং ইসমাইল এবং ইসহাক এবং ইয়াকুব এবং (তাহাদের) বংশধরগণের উপর নাযেল করা হইয়াছে এবং যাহা তাহাদের প্রভুর তরফ হইতে মুসা এবং ঈসাকে এবং নবীগণকে প্রদান করা হইয়াছে। আমরা তাহাদের কাহারও মধ্যে পার্থক্য করি না, এবং আমরা তাহারই নিকট আশ্রয়সমর্পণকারী।'।

৮৬। এবং যদি কেহ ইসলাম বাতীত অন্য কোন ধর্মকে গ্রহণ করিতে চাহে, তাহা হইলে উহা তাহার নিকট হইতে কখনও কবুল করা হইবে না, এবং পরকালেও সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৮৭। কেমন করিয়া আল্লাহ ঐ জাতিকে হেদায়াত দিবেন যাহারা ঈমান আনিবার পর অস্বীকার করিয়াছে এবং তাহারা সাক্ষ্য দিয়াছে যে, এই রসূল সত্য এবং তাহাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ সমূহ আসিয়াছে ? বস্তুতঃ আল্লাহ যানেম জাতিকে হেদায়াত দেন না।

৮৮। ইহারা এমন লোক যাহাদের প্রতিফল এই যে, তাহাদের উপর আল্লাহ এবং ফিরিশ্তাগণ এবং মানব জাতি সকলেরই নাস্ত (অভিসম্পাত)।

৮৯। তাহারা উহাতে দীর্ঘকাল থাকিবে, তাহাদের উপর হইতে শাস্তি লাঘব করা হইবে না এবং তাহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হইবে না ;

وَأَخَذْنَاهُ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ اٰمِرًاۙ قَالُوۡا اَقْرَبٰهُ قَالَ
فَاَشْهَدُوۡا وَاَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِيۡنَ ۝

فَمَنْ تَوَلٰٓىۤ بَعْدَ ذَٰلِكَۙ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوۡنَ ۝

اَفَاَتُخَذَ مِنْ دُوۡنِ اللّٰهِ بٰعُوۡنٌۙ وَلَآ اَسْلَمَ مِنْ فِى التَّوَلٰٓى
وَالْاَرْضِ طٰوَعًا وَّكَرْهًاۙ وَالَّذِيۡٓ يُدۡجَعُوۡنَ ۝

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنۡزِلَ عَلَيْنَا وَمَاۤ اُنۡزِلَ عَلٰٓى اٰدَمَ
وَاِسۡمٰعِيۡلَ وَاِسۡحٰقَ وَيٰحُوۡبَ وَالۡاِسۡحٰقَ وَمَا
اُوۡتِىَ مُوسٰى وَعِيسٰى وَالنَّبِيُّوۡنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفۡرِقُ
بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمۡ وَنَحۡنُ لَهٗ مُسۡلِمُوۡنَ ۝

وَمَنْ يَّبۡتَغِ غَيۡرَ الْاِسۡلَامِ دِيۡنًا فَلَنۡ يُّقۡبَلَ مِنْهُ
وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيۡنَ ۝

كَيْفَ يَهۡدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوۡاۙ بَعۡدَ اِيۡمَانِهِمۡ
شَٰهَدًاۙ اَنۡ التَّوَلٰٓى حَقًّا وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُۙ وَاللّٰهُ
لَا يَهۡدِى الْقَوْمَ الظَّٰلِمِيۡنَ ۝

اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمۡ اَنۡ عَلَيْهِمۡ لَعۡنَةُ اللّٰهِ وَالنَّارُ
وَالنَّارُ اَجۡمَعِيۡنَ ۝

خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا لَا يَخَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ و
لَا هُمْ يَنْظُرُوۡنَ ۝

৯০। কিন্তু এ সকল লোক ব্যতীত যাহারা ইহার পর তওবা করিবে এবং নিজেদের সংশোধন করিবে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

৯১। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের ঈমান আনার পর, অনন্তর অস্বীকারে আরও বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাদের তওবা আদৌ কবুল করা হইবে না; বস্তুতঃ তাহারা ই পথ-ভ্রষ্ট।

৯২। নিশ্চয় যাহারা কুফরী করিয়াছে এবং কাফের থাকা অবস্থায় মারা গিয়াছে, তাহাদের কাহারও নিকট হইতে পৃথিবী-ভরা স্বর্ণও আদৌ কবুল করা হইবে না যদিও সে উহা মুক্তি-পণ হিসাবে পেশ করে। ইহারাষ্ট এমন যাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে এবং তাহাদের জন্য কোন

[৯১] সাহায্যকারী হইবে না।

৯৭

৯৭

৯৩। তোমরা কখনও পূণ্য অর্জন করিতে পারিবে না যে পর্যন্ত না তোমরা যাহা ভালবাস উহা হইতে শ্রবচ কর; এবং যাহা কিছু তোমরা শ্রবচ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা উত্তমরূপে অবগত আছেন।

৯৪। সকল খাদ্যই বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল— কেবল উহা বাতিরেকে যাহা ইসরাঈল (ইয়াকুব) তওরাত নাযেল হওয়ার পূর্বে নিজের জন্য নিষিদ্ধ করিয়াছিল। তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহা হইলে তওরাত আন এবং উহা পাঠ কর।'

৯৫। অতএব, ইহার পরও যাহারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে, বস্তুতঃ তাহারা ই যালেম।

৯৬। তুমি বল, 'আল্লাহ্ সত্য বলিয়াছেন; সুতরাং (আল্লাহর প্রতি) একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের দীনের অনুসরণ কর, সে মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'

৯৭। নিশ্চয় মানব জাতির জন্য সর্ব প্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল তাহা হইল বাক্বাতে, উহা বরকত পূর্ণ এবং হেদায়াতের কারণ— সমগ্র জগতের জন্য।

৯৮। ইহাতে অনেকগুলি সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, — মাকামে ইব্রাহীম (ইব্রাহীমের আবাস স্থল), এবং যে ইহাতে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই ঘরের হজ্জ করা সেই সকল লোকের উপর ফরয যাহারা উহা পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ্য রাখে। কিন্তু যে ইহা অস্বীকার করে সে জাফর রাখুক যে, আল্লাহ্ জগতসমূহের আদৌ ম্খাপেক্ষী নহেন।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑩

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزَادُوا كُفْرًا لَنْ نَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ⑪

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَفَاتُوا وَهُمْ كُفْرًا فَلَنْ نَقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا فِئْدَى بِهِ ⑫ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ⑬

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ⑭

كُلُّ الظَّالِمِ كَانَ جَلًّا لِنَبِيِّ إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ ⑮ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُومَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ⑯ فَمِنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ⑰

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الشُّرُكِينَ ⑱

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ⑲

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ⑳

৯৯। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলী অস্বীকার করিতেছ এমতাবস্থায় যে, তোমরা গাছা কিছু করিতেছ আল্লাহ্ উহার সাক্ষী?'

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾

১০০। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব! যে বাস্তব ঈমান আনে, তোমরা কেন তাকে আল্লাহর পথে বাধা দিতেছ উহাকে বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে অথচ তোমরা (ইহার সত্যতার) সাক্ষী? এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ আল্লাহ্ সে বিষয়ে গাফেল নহেন।'

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن أَمَنَ تَبَغُّوهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٠٠﴾

১০১। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা যদি ঐ সকল লোকের মধ্য হইতে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে কোন এক দলের আনুগত্য কর (তাহা হইলে) তাহারা তোমাদিগকে তোমাদের ঈমান আনিবার পর পুনরায় কাফের করিয়া লইবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُلَاحِظُوا قَوْمِي فَأِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ ﴿١٠١﴾

১০২। এবং তোমরা কিরূপে অবিশ্বাস করিতে পার, এমতাবস্থায় যে, তোমাদের নিকট আল্লাহর আয়াত সমূহ আরতি করা হইতেছে এবং তাঁহার রসূল তোমাদের মধ্যে (বিদ্যমান) আছে? এবং যে কেহ আল্লাহকে সুদৃঢ় ভাবে অবলম্বন করে, বস্তুতঃ

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تَتْلُوا آيَاتِ اللَّهِ ۚ فَذِكْرُكُمْ رَسُولُهُ ۚ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ

১০১] তাহাকে অবশ্যই সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করা হইয়াছে।

إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٠٢﴾

১০৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেভাবে তাঁহার তাকওয়া অবলম্বন করা উচিত, এবং তোমরা কখনও মৃত্যু বরণ করিও না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আব্বসমর্পণকারী হও।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ۚ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٣﴾

১০৪। এবং তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধর এবং তোমরা পরস্পর বিভক্ত হইও না; এবং সতর্ক কর তোমাদের উপর আল্লাহর নেয়ামতকে যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি-সংকার করিলেন, এবং তোমরা তাঁহারই নেয়ামতের ফলে পরস্পর ভাই ভাই হইয়া গেলেন, এবং তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় ছিলে তখন তিনি তোমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করিলেন। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁহার আয়াত সমূহ বর্ণনা করেন যেন তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হও।

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾

১০৫। এবং তোমাদের মধ্যে (সদা) এমন এক জামায়াত থাকাকার যাহারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করিবে এবং ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দিবে এবং অসঙ্গত কাজ হইতে নিষেধ করিবে। বস্তুতঃ ইহারা ইহা সফলকাম হইবে।

১০৬। এবং তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা তাহাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি আসিবার পর দলে দলে বিভক্ত হইয়াছিল এবং পরস্পর মতভেদ করিয়াছিল, এবং ইহাদের জন্যই এক মহা আযাব (নির্ধারিত) রহিয়াছে।

১০৭। সেদিন কতক চেহারা উজ্জ্বল হইবে এবং কতক চেহারা হইবে মলিন। অতএব, যাহাদের চেহারা মলিন হইবে, (তাহাদিগকে বলা হইবে) 'তোমরা কি তোমাদের ঈমান আনয়ন করিবার পর অস্বীকার করিয়াছিলে? সুতরাং আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর এই জন্য যে, তোমরা অস্বীকার করিতে।'।

১০৮। এবং যাহাদের চেহারা উজ্জ্বল হইবে, বস্তুতঃ তাহারা আল্লাহর রহমতের মধ্যে থাকিবে, তাহারা সেখানে চিরকাল থাকিবে।

১০৯। এইগুলি আল্লাহর সত্য সম্বলিত আয়াত, যাহা আমরা তোমার নিকট আর্পণ করিতেছি, এবং আল্লাহ বিশ্ব জগত সমূহের উপর যুলুম করিতে চাহেন না।

১১০। এবং যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সকলই আল্লাহর, এবং আল্লাহ নিকটই সকল বিষয়কে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

১১১। তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, যাহাকে মানব জাতির (কল্যাণের) জন্য উদ্ভূত করা হইয়াছে; তোমরা ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়া থাক এবং অসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করিয়া থাক, এবং আল্লাহ্‌তে ঈমান রাখ। এবং যদি আহলে কিতাব ঈমান আনিত তাহা হইলে নিশ্চয় ইহা তাহাদের জন্য উত্তম হইত। তাহাদের মধ্যে কতক মোমেন এবং তাহাদের অধিকাংশই দুষ্কৃতিপরায়ণ।

১১২। তাহারা সাধারণ কষ্ট দেওয়া বাতীত তোমাদের কখনও কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না, এবং যদি তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে তাহা হইলে তাহারা তোমাদিগকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিবে। অতঃপর, তাহাদিগকে কোন সাহায্য করা হইবে না।

وَنُكَانَ تَبَتُّلُكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٥﴾

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَفَكُفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٧﴾

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٨﴾

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْتَظَرُهَا عَيْنُكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ تَوَجُّعُ الْأُمُورِ ﴿١١٠﴾

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ كَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿١١١﴾

لَنْ يَضُرَّكُمْ إِلَّا أَذًى وَ لَنْ يَغْلِبَكُمْ يُوَلُّوكُمْ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَمْنَعُكُمْ ﴿١١٢﴾

১১৩। যেখানেই তাহাদিগকে পাওয়া যাইবে তাহাদিগকে লাস্তনায় জরুরিত করা হইবে যদি না তাহারা আল্লাহর সঙ্গে অস্বীকার অথবা মানুষের সঙ্গে অস্বীকারে আবদ্ধ হয়। তাহারা আল্লাহর ক্রোধভাজন হইয়াছে এবং দৃষ্টাঙ্গ্য তাহাদের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। ইহা এই কারণে যে, তাহারা আল্লাহর আয়াত সমূহকে অস্বীকার করিত এবং নবীদিগকে অনায়ভাবে হত্যা করিতে চাহিত। ইহা এই জন্যও যে, তাহারা অবাধ্যতা করিয়াছিল এবং তাহারা সীমানংঘন করিত।

১১৪। তাহারা সকলে সমান নহে। আহলে কিতাবের মধ্যে এমন এক দলও আছে যাহারা (তাহাদের অস্বীকারে) কায়ম আছে, তাহারা রাগির বিভিন্ন সময়ে আল্লাহর আয়াত সমূহ আরতি করে এবং তাহারা (তাহার সম্মুখে) সেজদা করে।

১১৫। তাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান রাখে, এবং ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ এবং অসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করে, এবং নেক কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করে। বস্তুতঃ ইহারাই সংকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত।

১১৬। এবং তাহারা যে কোন নেক কাজই করুক, তাহাদিগকে উহার প্রতিদানে কখনও অস্বীকার করা হইবে না; বস্তুতঃ আল্লাহ্ মৃত্যুকীর্ণ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

১১৭। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করে, তাহাদের ধন-সম্পত্তি এবং সন্তান-সন্ততি তাহাদিগকে আল্লাহর (আযাব) হইতে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিবে না, এবং তাহারাই অগ্নির অধিবাসী, সেখানে তাহারা অবস্থান করিবে।

১১৮। তাহারা এই পার্থিব জীবনের জন্য যাহা কিছু খরচ করে উহার দৃষ্টান্ত ঐ বায়ুর নাম যাহার মধ্যে আছে প্রচলিত শৈত্য, উহা এমন এক জাতির শস্য ক্ষেত্রের উপর দিয়া বহিয়া যায় যাহারা নিজেদের উপর যত্নম করিয়াছে; অতঃপর তাহা উহাকে (শস্য ক্ষেত্রে) ধ্বংস করিয়া দেয়। এবং আল্লাহ্ তাহাদের উপর কোন যত্নম করেন নাই, বরং তাহারাই নিজেদের উপর যত্নম করিয়াছে।

১১৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা নিজেদের লোকদিগকে ছাড়িয়া অন্যদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না; তাহারা তোমাদের ক্ষতি সাধনে কোন ভ্রুটি করিবে না। তাহারা কামনা করে যেন তোমরা কষ্টে পতিত হও। তাহাদের ম্খ হইতে বিদ্রোহ প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাহা

صَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ إِنَّمَا تُقْبَلُونَ إِلَّا جَبَلٍ مِنَ اللَّهِ
وَجَبَلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءَ وَبِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَصُرِبَتْ
عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٣٩﴾

لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَمَلَّوْنَ
آيَاتِ اللَّهِ أَنَّهُ الْآيِلُ وَهُمْ يَتَجَدَّدُونَ ﴿٤٠﴾

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٤١﴾

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ
بِالْشَّقِيقَةِ ﴿٤٢﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا
أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٣﴾

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ
رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرَثَ قَوْمٍ فَلَمَّا انْفَسَمَ
فَأَهْلَكْتُهُ وَمَا ظَنَّمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ
يُظِلُّونَ ﴿٤٤﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْنُوا بِطَانَةٍ مِنْ دُونِكُمْ
لَا يَأْتِيَنَّكُمْ خَبْرٌ لَّا وَدُّوْا مَا عَمِلْتُمْ قَدْ بَدَتْ
الْبِقْعَاءُ مِنْ أَوْهَاهِمُكُمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ

তাহাদের বন্ধুদেশ গোপন রাখিতেছে উহা আরও ত্বরিত ।
আমরা তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া
দিয়াছি যদি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ কর ।

اَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ
تَعْقِلُونَ ﴿٣٠﴾

১২০ । হুন! তোমরা এমন লোক যে, তোমরা তো তাহাদিগকে
ডালবাস, কিন্তু তাহারা তোমাদিগকে ডালবাসে না; এবং
তোমরা সকল কিতাবের উপর ঈমান রাখ। এবং যখন
তাহারা তোমাদের সহিত মিলিত হয় তখন বলে, 'আমরা ঈমান
আনি,' এবং যখন তাহারা পৃথক হয় তখন তোমাদের বিরুদ্ধে
আক্রোশ অঙ্গুলী সমূহের অগ্রভাগ দংশন করিতে থাকে । তুমি
বল, 'তোমরা তোমাদের আক্রোশে মরিয়্যা যাও, নিশ্চয়,
তোমাদের বন্ধুঃদেশে যাহা কিছু নিহিত আছে উহা সম্বন্ধে আল্লাহ
সবিশেষ অবহিত ।'

هَآئِنُكُمْ اَوْلَآءُ تَحِبُّوهُمْ وَلَا يُحِبُّوْكُمْ وَتُوْمِنُوْنَ
بِالْكِتٰبِ عَلَيْهِ وَاِذَا الْقَوْمُ تَالٰوْا اَمْنًا وَاِذَا خَلَوْا
عَضُّوْا عَلَيْنٰكُمْ اَلَا تَاْمِلُ مِنَ الْعِظٰى قُلُ مُوتُوْا
يَعِظُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذٰاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٣١﴾

১২১ । যদি তোমাদের কোন মঙ্গল ঘটে তাহা হইলে ইহা
তাহাদিগকে দুঃখ দেয় এবং যদি তোমাদের কোন অমঙ্গল ঘটে
তাহা হইলে ইহাতে তাহারা আনন্দিত হয় । কিন্তু তোমরা যদি
ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহাদের ষড়যন্ত্র
তোমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না; তাহারা যাহা
করে আল্লাহ নিশ্চয় উহার পরিবেষ্টনকারী ।

اِنْ تَسْكُرْهُمْ حَسَنَةٌ لِّسُوْهُمْ وَاِنْ تُصِبْهُمْ
سَيِّئَةٌ يُّفَرِّحُوْا بِهَا لَوْ اَنْ تُصِيْبُوْا وَتَشْتَقُوْا اَلَا
يَعْلَمُ كَيْدَهُمْ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ
مُحِيطٌ ﴿٣٢﴾

১২২ । এবং (সম্মরণ কর) যখন তুমি তোমার পরিবারের
নিকট হইতে ভোর বেলা বাহির হইয়াছিলে, তুমি মো'মেনদিগকে
যুদ্ধের জন্য যথাস্থানে মোতায়েন করিতেছিলে । বস্তুতঃ
আল্লাহ সর্বপ্রোতা, সর্বজ্ঞানী ।

وَاِذَا غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقٰلِدَ
الْقِتَالِ وَاللّٰهُ سَنَجْعُ عَلَيْنَا ﴿٣٣﴾

১২৩ । (সম্মরণ কর) যখন তোমাদের মধ্যে দুই দল (এই
অবস্থা দেখিয়া) ভীকৃত্য প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছিল, অথচ
আল্লাহ তাহাদের উভয়ের অভিভাবক ছিলেন । এবং আল্লাহর
উপরই মো'মেনগণকে ভরসা করা উচিত ।

اِذْ هَمَّتْ طٰٓئِفَتَيْنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْسَلَا وَاللّٰهُ وَلِيَهُمَا
وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٤﴾

১২৪ । এবং (ইতিপূর্বে) বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা
হীনবল ছিলে তখন আল্লাহ তোমাদিগকে সাহায্য
করিয়াছিলেন । সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন
কর, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার ।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرِ وَاَنْتُمْ اَوْلَآءُ فَاتَّقُوا
اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُوْنَ ﴿٣٥﴾

১২৫ । যখন তুমি মো'মেনদিগকে বলিতেছিলে, 'ইহা
কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নহে যে, তোমাদের প্রতিপালক
নাযেলকৃত তিন সহস্র ফিরিশ্তা দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য
করিবেন ?'

اِذْ تَقُوْلُ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يُّكَفِّيَكُمْ اَنْ يُنْزِلَ
رَبُّكُمْ ثَلٰثَةَ اَلْفٍ مِنَ السَّمٰوٰتِ مَزٰلِيْنَ ﴿٣٦﴾

১২৬। 'হাঁ, বরং, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তাহারা উত্তেজিত হইয়া এই মুহূর্তেই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহা হইলে তোমাদের প্রভু পাঁচ সহস্র দূর্ধ্ব ফিরিশ্তা দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন।

بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلِفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُوْسِمِينَ ﴿٦٦﴾

১২৭। এবং আল্লাহ্ ইহাকে তোমাদের জন্য কেবল সুসংবাদ রূপে নির্ধারণ করিয়াছেন এবং যেন তোমাদের হৃদয় ইহা দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে; বস্তুতঃ সাহায্য কেবল মহাপরাক্রমশালী প্রভাময় আল্লাহ্র নিকট হইতেই আসিয়া থাকে।

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلَسَطُنَّ فَلَوْ كُنتُمْ بِهِ مُنْصَرِفِينَ ﴿٦٧﴾

১২৮। (ইহা এই জন্য) যে তিনি ঐ সমস্ত লোকদের মধ্য হইতে একাংশকে কর্তন করিয়া দেন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে অথবা তাহাদিগকে লাক্ষিত করেন, ফলে তাহারা বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়।

لَيَقْطَعَنَّ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتُنَّهُمْ فَيَنْتَفِلِئُوا ۖ خَآئِبِينَ ﴿٦٨﴾

১২৯। এই ব্যাপারে তোমার কোন কিছু করণীয় নাই, হয় তিনি তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিবেন অথবা তাহাদিগকে তিনি শাস্তি দিবেন, কেননা তাহারা যালেম।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَلَهُمْ ظُلُمُونَ ﴿٦٩﴾

১৩০। এবং যাহা কিছু আকাশসমূহ আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্রুত্তিনি যাহাকে চাহেন ক্রমা করেন এবং যাহাকে চাহেন আযাব দেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্রমাশীল, পরম দয়াময়।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٠﴾

১৩১। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সূদ খাইও না যাহা (খন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুপণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم مَّذْمُومَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧١﴾

১৩২। এবং তোমরা সেই অগ্নিকে ডয় কর যাহা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে।

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٧٢﴾

১৩৩। এবং তোমরা আল্লাহ্ ও ঐ রসূলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের উপর রহম করা যায়।

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٧٣﴾

১৩৪। এবং তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে ক্রমা এবং সেই জামাত লাভের জন্য দ্রুত ধাবিত হও, যাহার মূল্য আকাশসমূহ এবং পৃথিবী, যাহা প্রস্তুত করা হইয়াছে মুত্তাকীসণের জন্য—

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٧٤﴾

১৩৫। যাহারা খরচ করে সম্বলতায় এবং অসম্বলতায়ও এবং যাহারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি মার্জনাশীল, বস্তুতঃ আল্লাহ্ ভালবাসেন সৎকর্মশীলগণকে;

১৩৬। এবং যাহারা যখন কোন অলীল কার্য করে অথবা নিজদের উপর যুলুম করে, তাহারা সমরণ করে আল্লাহকে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে নিজদের অপরাধসমূহের জন্য— এবং কে অপরাধ ক্ষমা করিতে পারে আল্লাহ্ বাতিরেকে— এবং তাহারা যাহা করে, জানিয়া ওনিয়া উহাতে (কায়ম থাকিত) জিদ্ ধরে না।

১৩৭। ইহাৱাই এমন, যাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে ক্ষমা এবং এমন জালাত সমূহ, যাহার তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত, সেখানে তাহারা বাস করিতে থাকিবে, এবং কত উত্তম পুরস্কার—সৎকর্মশীলদের জন্য।

১৩৮। নিশ্চয়, তোমাদের পূর্বে বহু বিধান অবতীত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং লক্ষ্য কর যাহারা (নবীগণকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদের পরিণাম কেমন (মন্দ) হইয়াছিল।

১৩৯। ইহা (এই কুরআন) মানব জাতির জন্য এক সুস্পষ্ট বর্ণনা, এবং মৃত্যুকালগণের জন্য হেদায়াত এবং উপদেশ।

১৪০। তোমরা শিখিল হইও না, এবং দুঃখিতও হইও না; যদি তোমরা 'মোমেন' হও, তাহা হইলে তোমরাই প্রবল থাকিবে।

১৪১। যদি তোমাদের কোন আঘাত লাগে, তাহা হইলে নিশ্চয় অনুরূপ আঘাত ঐ জাতিরও লাগিয়াছে। এই (জয়-পরাজয়ের) দিনগুলি এমন যে, আমরা মানব জাতির মধ্যে পর্যায়ক্রমে উহাদের আবর্তন ঘটাই (যেন তাহারা শিক্ষা লাভ করিতে পারে) এবং যেন আল্লাহ্ তাহাদিগকে স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করিয়া দেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে, এবং তোমাদের মধ্যে কতক ব্যক্তিকে সাক্ষী রূপে গ্রহণ করেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ যালেমদিগকে ভালবাসেন না।

১৪২। এবং যেন আল্লাহ্ পরিত্রাণ করেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং কাফেরদিগকে নিপাত করেন।

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظَّيْنِ
الْعِظِّ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ①

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحْشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا
لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ② وَلَمْ
يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ③

أُولَئِكَ جَزَاءُ هُمْ مَغْفِرَةٌ ④ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّةٌ نَجْوَى
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَلِنَعْلَمَ أَجْرُ
الْعَمِلِينَ ⑤

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكَ سُنَنٌ ⑥ فَمِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ⑦

هَذَا بَيِّنَاتٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ⑧

وَلَا يَهْمُوكُمْ وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ⑨

إِنْ تَسْتَسْكِمُوا قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاؤُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا وَيَخْلِفَ مِنْكُمْ شَهِدَاءَ ⑩ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَاطِلِينَ ⑪

وَلِيَمْخَصَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَمَحُضَ ⑫ الْمُكَفِّرِينَ ⑬

১৪৩। তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জামাতে প্রবেশ করিবে, অথচ তোমাদের মধ্যে যাহারা জেহাদ করিয়াছে তাহাদিগকে এখনও আল্লাহ্ স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করেন নাই এবং ধৈর্যশীলগণকেও স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করেন নাই।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿٣٨﴾

১৪৪। এবং তোমরা এই মৃত্যুর কামনা ইহার সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেও করিয়া আসিতেছিলে, সুতরাং তোমরা (এখন) উহার সম্মুখীন হইয়াছ এমতাবস্থায় যে, তোমরা (উহার ভাল-মন্দ দিক) প্রত্যক্ষ করিতেছ (অতএব, তোমাদের মধ্যে কতক কেন ১৪৪] পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছ)।

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَسْتَوْنُ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُلْقَوْهُ ﴿٣٩﴾ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٤٠﴾

১৪৫। এবং মুহাম্মদ কেবল একজন রসূল। তাহার পূর্বকার সকল রসূল অবশ্যই মারা গিয়াছে। অতএব, সে যদি মৃত্যু বরণ করে অথবা নিহত হয়, তাহা হইলে তোমরা কি তোমাদের গোড়ালির উপর (তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে) ফিরিয়া যাইবে? এবং যে ব্যক্তি তাহার গোড়ালিঘরের উপর ফিরিয়া যাইবে সে আদৌ আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। এবং অচিরেই আল্লাহ্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণকে প্রতিদান দিবেন।

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَلَمْ تَأْتِ أَوْ قَتِلْ أَوْ قَتِلْ أَوْ قَتِلْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْفَلِتْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَيَجْزِي اللَّهَ الشُّكْرُ ﴿٤١﴾

১৪৬। এবং আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন আত্মা মরিতে পারে না—(মৃত্যুর জন্য) মেয়াদ নির্দিষ্ট করা আছে। এবং যে কেহ ইহকালের পুরস্কার কামনা করিবে, আমরা তাহাকে উহা হইতে দান করিব, এবং যে কেহ পরকালের পুরস্কার কামনা করিবে আমরা তাহাকে উহা হইতে দান করিব; এবং অচিরেই আমরা কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণকে প্রতিদান দিব।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجِّدًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿٤٢﴾

১৪৭। এবং এমন অনেক নবী অতীত হইয়াছে যাহাদের সঙ্গী হইয়া বহু রক্তানী লোক যুদ্ধ করিয়াছিল। অতঃপর, আল্লাহ্‌র পন্থ তাহাদের উপর যে বিপৎপাত হইয়াছিল উহার কারণে তাহারা শিথিলতা প্রদর্শন করে নাই বা দুর্বলতা প্রকাশ করে নাই এবং নতশিরও হয় নাই। এবং ধৈর্যশীলগণকে আল্লাহ্ ভালবাসেন।

وَكَايْنٍ مِنْ بَنِي قَتْلٍ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿٤٣﴾

১৪৮। এবং এই কথা ব্যতীত তাহাদের আর কোন কথা ছিল না যে, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপ এবং আমাদের কার্যে আমাদের সীমানংঘন ক্ষমা কর, এবং আমাদের কদমকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কর এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর।'।

وَمَا هِيَ إِلَّا قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ ﴿٤٤﴾

১৫
[৫]
৬

১৪৯। সুতরাং আল্লাহ্ তাহাদিগকে ইহকালের পুরস্কার এবং পরকালের উৎকৃষ্টতর পুরস্কার দান করিলেন, এবং আল্লাহ্ সৎকর্মশীলগণকে ডালবাসেন।

فَأَنبَهُمُ اللَّهُ تَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسَنَّ تَوَابَ الْآخِرَةِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥﴾

১৫০। হে যাহারা ইমান আনিয়াছ! তোমরা যদি ঐ সকল লোকের আনুগত্য কর যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহা হইলে তাহারা তোমাদিগকে তোমাদের সোড়ালির উপর (তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে) ফিরাইয়া লইবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا
يُزِيدُواكُمْ عَلَىٰ عِقَابِهِمْ فَتَقْلِبُوا فِي الْخَسِرِينَ ﴿٦﴾

১৫১। বরং, আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই সাহায্যকারীদের মধ্যে উত্তম।

بَلَىٰ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿٦﴾

১৫২। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে অচিরেই আমরা তাহাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করিব যেহেতু তাহারা আল্লাহ্র সহিত এমন বস্তুকে শরীক করিয়াছে যাহার স্বপক্ষে তিনি কোন প্রমাণ নাযেন করেন নাই। তাহাদের আবাসস্থল আঙন, আর যালেমদের অবস্থানস্থল কতই না মন্দ!

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الزُّعْبَ عَنَّا اشْرُكُوا
بِاللَّهِ مَا لَهُم يَنْتَزِلُ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَأْوَهُمُ النَّارُ
وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿٧﴾

১৫৩। এবং নিশ্চয় তোমাদের সহিত আল্লাহ্ স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছিলেন যখন তোমরা তাহার অনুমতিক্রমে তাহাদিগকে মারিয়া বিনাশ করিতেছিলে, (তাঁহার এই সাহায্য ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ রহিল) যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা ভগ্নোৎসাহ হইলে এবং তোমরা (রসূলের) আদেশ সম্বন্ধে পরস্পর মতভেদ করিলে এবং অবাধ্যতা করিলে ইহার পর যে, তিনি তোমাদিগকে উহা দেখাইয়া দিলেন যাহা তোমরা ডালবাসিতে। তোমাদের মধ্যে কতক ব্যক্তি ইহকালের কামনা করিত এবং কতক পরকালের কামনা করিত। অতঃপর, তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদের (আক্রমণ) হইতে দূরে সরাইয়া লইলেন এবং নিশ্চয় তিনি তোমাদিগকে মার্জনা করিয়াছেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ মোমেনগণের প্রতি পরম কৃপাময়।

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِأَرْذَلِ
مَكَانٍ إِذْ أَفْلَحْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مَن
بَعْدَ مَا آتَاكُمْ مَا يُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا
وَمَنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ
لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

১৫৪। যখন তোমরা ছুটিয়া পলাইতেছিলে এবং পিছনে ফিরিয়া কাহারও দিকে তাকাইতেছিলে না, অথচ ঐ রসূল তোমাদের সর্ব পিছনের দলে থাকিয়া তোমাদিগকে ডাকিতে ছিল, ইহার ফলে তিনি তোমাদিগকে এক দুঃখের পরিবর্তে আর এক দুঃখ দিলেন, যেন তোমরা যাহা হারাইয়াছ এবং যাহা তোমাদের উপর আপতিত হইয়াছে তাহার জন্য তোমরা দুঃখিত না হও। বস্তুতঃ যাহা তোমরা কর আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلَوْنَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنَ الرُّسُلِ
يَدْعُوَكُمْ فِي أَوَّلِكُمْ فَاثْبَاتُكُمْ عَنْكُمْ لِيَكْلَأَ
تَحَوُّنًا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ جَبَّارٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩﴾

১৫৫। অতঃপর, তিনি ঐ দুঃখের পরে তোমাদের উপর তদ্বারূপে প্রশান্তি নাযেন করিলেন যাহা তোমাদের এক দলকে আশ্রয় করিতেছিল এবং আর এক দল এমন ছিল যাহাদের অন্তর (তাহাদের জীবন সম্বন্ধে) তাহাদিগকে উদ্ভিন্ন করিতেছিল। তাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অস্ত-যুগেবু ধারণার অনুরূপ ভ্রান্ত ধারণা গোষণ করিতেছিল, তাহারা বলিতেছিল, 'কোন বিষয়ে কি আমাদের কিছু অধিকার আছে?' তুমি বল, 'নিশ্চয় সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌র ইচ্ছাভিত্তিক।' তাহারা নিজেদের অন্তরে যাহা গোষণ করিতেছে, তোমার নিকট উহা তাহারা প্রকাশ করিতেছে না। তাহারা বলে, 'যদি কোন বিষয়ে (সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার) অধিকার আমাদের থাকিত তাহা হইলে এখানে আমরা নিহত হইতাম না।' তুমি বল, 'যদি তোমরা স্বগৃহেও থাকিতে (অবস্থান করিতে) তবুও যাহাদের উপর যুদ্ধ অবধারিত করা হইয়াছিল, তাহারা নিশ্চয় তাহাদের মৃত্যু-শয্যার দিকে ধাবিত হইত; এবং যেন আল্লাহ্ উহার পরীক্ষা করেন যাহা তোমাদের বন্ধুদেশে লুণ্ঠায়িত আছে; এবং যাহা তোমাদের হৃদয়ে আছে উহা পরিত্যক্ত করেন। এবং বন্ধুদেশে নিহিত বিষয় সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত আছেন।

১৫৬। যেদিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল, সেই দিন তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিল, নিশ্চয় শরতান তাহাদের কোন কোন কৃতকর্মের জন্য তাহাদিগকে পদস্থলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এবং অবশ্যই আল্লাহ্ তাহাদিগকে মার্জনা করিয়াছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমালীন, সচিব।

১৫৭। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং যখন তাহারা পৃথিবীতে সফর করে অথবা যুদ্ধের জন্য বাহির হয়, তখন তাহারা তাহাদের ভ্রাতাদের সম্পর্কে বলে, 'যদি তাহারা আমাদের সঙ্গে থাকিত তাহা হইলে তাহারা মরিত না এবং নিহতও হইত না;' (তাহারা ইহা এই জন্য বলে) যেন আল্লাহ্ তাহাদের এই কথাকে তাহাদের অন্তরে আক্ষেপের কারণ করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন; এবং তোমরা যাহা কিছু কর্ম কর উহা সম্বন্ধে আল্লাহ্ সর্বদ্রষ্টা।

১৫৮। এবং যদি তোমরা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হও অথবা মৃত্যু বরণ কর তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে ক্ষমা এবং রহমত উহা হইতে অনেক উত্তম যাহা তাহারা সঞ্চয় করিতেছে।

ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنٌ نَتَّاسًا يَنْفُسُ طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ

يُظَنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنْ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْذُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانِ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي يَبُولِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاهِجِهِمْ وَلَيَبْرَزَنَّ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُنْخَصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرَزَ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُخَيِّ وَيُيَبِّتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

وَلَيْنَ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُمْتَحَنَةً لِمَغْفِرَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٍ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

১৫৯। এবং যদি তোমরা মৃত্যুমুখে পতিত হও অথবা নিহত হও তাহা হইলে নিশ্চয় তোমাদিগকে আল্লাহর নিকট সমবেত করা হইবে।

وَلَكِنْ مُشْمَرُونَ أَوْ مُنْتَمِرُونَ إِلَى اللَّهِ فَتَحْسَبُونَهُ

১৬০। বস্তুতঃ আল্লাহর তরফ হইতে পরম রহমতের কারণে তুমি তাহাদের প্রতি সদয়-চিন্ত হইয়াছ, যদি তুমি রুদ্ধ এবং কঠোর-চিন্ত হইতে তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা তোমার চারিপার্শ্ব হইতে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িত। অতএব, তুমি তাহাদিগকে মার্জনা কর এবং তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং (শাসন) কার্যের ব্যাপারে তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ কর, অতঃপর, যখন তুমি সংকল্প কর তখন আল্লাহর উপর নির্ভর কর। নিশ্চয় আল্লাহ নির্ভরশীলগণকে ভালবাসেন।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِظَ الْقَلْبُ لَا نَقُصُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

১৬১। যদি আল্লাহ তোমাদিগকে সাহায্য করেন, তাহা হইলে কেহই তোমাদের উপরে জয়যুক্ত হইতে পারিবে না, কিন্তু তিনি যদি তোমাদিগকে বিপদে নিঃসঙ্গরূপে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি বাতীত কে আছে যে তোমাদিগকে সাহায্য করিবে? এবং আল্লাহর উপরই মো'মেনগণকে নির্ভর করা উচিত।

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

১৬২। কোন নবীর পক্ষে ইহা সম্ভবই নহে যে, সে খিয়ানত করিবে; এবং যে কেহ খিয়ানত করিবে, সে যাহা খিয়ানত করিয়া থাকিবে তাহা কিয়ামত দিবসে নইয়া উপস্থিত হইবে। অতঃপর, প্রত্যেক আত্মাকে পূর্ণরূপে উহা দেওয়া হইবে যাহা সে অর্জন করিয়া থাকিবে, এবং তাহাদের উপর কোন অবিচার করা হইবে না।

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَفْعَلْ يَأْتِ بِمَا عَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

১৬৩। অতএব, যে কেহ আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে, সে কি ঐ ব্যক্তির মত হইতে পারে, যে আল্লাহর জোখডাঙন হইয়াছে এবং যাহার আবাসস্থল জাহান্নাম? এবং উহা কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল!

أَكْفَنَ اتَّبَعَ رِضْوَانُ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا لَهُ جَهَنَّمَ وَئِشَ النَّصِيرِ

১৬৪। আল্লাহর নিকট তাহারা (বিভিন্ন) শ্রেণীভুক্ত; এবং তাহারা যাহা কিছু কর্ম করে উহা সম্বন্ধে আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা।

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

১৬৫। নিশ্চয় আল্লাহ মো'মেনগণের উপর অনুগ্রহ করিলেন যখন তিনি তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের জন্য এমন এক রসূল আবির্ভূত করিলেন, যে তাঁহার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট আরতি করে ও তাহাদিগকে পবিত্র করে এবং তাহাদিগকে কিতাব এবং হিকমত শিক্ষা দেয়, এবং নিশ্চয় তাহারা ইহার পূর্বে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে ছিল।

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

১৬৬। কী (ইহা কি সত্য নহে যে), যখনই তোমাদের উপর কোন মুসীবত আসিয়াছে ঘাহার দ্বিগুণ মুসীবত তোমরা (শত্রুর উপর) ঘটাইয়াছিলে, তখনই তোমরা বলিয়াছ, 'ইহা কোথা হইতে আসিল?' তুমি বল, 'ইহা তোমাদের নিজেদেরই কারণে আসিয়াছে।' নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে (যাহা তিনি চাহেন) সর্বশক্তিমান।

১৬৭। এবং যেদিন দুই দল পরস্পর মুখামুখী হইয়াছিল সেদিন যে মুসীবত তোমাদের উপর আসিয়াছিল, জানিও, উহা আল্লাহর আদেশেই আসিয়াছিল, এবং এই জন্য আসিয়াছিল যেন তিনি মো'মেনগণকে স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করিয়া দেন ;

১৬৮। এবং যাহারা মোনাফেকী করিয়াছে তাহাদিগকেও যেন তিনি স্বতন্ত্ররূপে পৃথক করিয়া দেন। এবং তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'আস তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং প্রতিরোধ কর'; তাহারা বলিয়াছিল, 'যদি আমরা যুদ্ধ করিতে জানিতাম তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুগমন করিতাম।' সেদিন তাহারা তাহাদের ঈমানের তুলনায় কুফরীর অধিকতর নিকটবর্তী ছিল। তাহারা নিজেদের মুখে এমন কিছু বলে যাহা তাহাদের অন্তরে নাই এবং তাহারা যাহা কিছু গোপন করে তাহা আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন।

১৬৯। (তাহারা ঐ সকল লোক) যাহারা (পিছনে) বসিয়া থাকিল এবং আপন ভাইদের সম্বন্ধে বলিল, 'যদি তাহারা আমাদের কথা মানা করিত তাহা হইলে তাহারা মারা যাইত না।' তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে তোমরা নিজেদের উপর হইতে মৃত্যুকে সরাইয়া দেখাও।'

১৭০। এবং যাহারা আল্লাহর পথে নিহত হইয়াছে, তাহাদিগকে তুমি কখনও মৃত মনে করিও না। বরং তাহারা তাহাদের প্রভুর সম্মুখানে জীবিত, (এবং) তাহাদিগকে রিসূক দেওয়া হইতেছে ;

১৭১। তাহারা উহাতে আনন্দিত যাহা আল্লাহ তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করিয়াছেন; এবং যাহারা তাহাদের পিছন হইতে আসিয়া এখনও তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই ঐ সকল লোকের সম্বন্ধেও তাহারা আনন্দিত—কারণ তাহাদের জন্য কোন ডয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

أَوَلَمْ نَكُنْ أَعْيُنَكُمْ مُصِيبَةً قَدْ أَصَبْنَاهُ فُتَيْلَهُمَا
قُلْتُمْ أَنِ هَٰذَا قَدْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ
اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَمِنْ اللَّهِ
وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا بِهِ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا
فَاتَّبِعُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْادِقُوا قَالُوا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ قِتَالًا
لَا اتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمَئِذٍ اقْرَبُ مِنْهُمْ زَيْمَانًا
يَقُولُونَ بَلَّغُوا بِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۝

الَّذِينَ قَالُوا إِخْوَانُهُمْ وَاعِدُوا تَوَاطَّعُوا مَا
فَعِلُوا قَدْ فَادَرَوْا عَنْ أَنْفُسِهِمُ التَّوَاتُ أَنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ۝

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ
أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَدُّونَ ۝

فَرَجَحْنَاهُمْ إِنْهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبِيرُونَ بِالَّذِينَ
لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ۝

১৭
(১৬)
৮

১৭২। তাহারা আল্লাহর পক্ষ হইতে দেওয়া নেয়ামত ও অনুগ্রহের কারণে আনন্দিত, বস্তুতঃ আল্লাহ মো'মিনগণের পুরস্কারকে কখনও বিনষ্ট করেন না।

১৭৩। যাহারা আল্লাহ্ এবং এই রসুলের ডাকে সাড়া দিয়াছে তাহাদের আঘাত লাগিবার পরও— তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা পূণ্য কাজ করিয়াছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করিয়াছে তাহাদের জন্য মহা পুরস্কার রহিয়াছে :

১৭৪। তাহারা, যাহাদিগকে লোকে বলিয়াছিল, 'নিশ্চয় তোমাদের বিরুদ্ধে লোকজন সমবেত হইয়াছে, অতএব, তোমরা তাহাদিগকে ভয় কর,' কিন্তু ইহা তাহাদের ঈমানকে আরও বাড়াইয়া দিল, এবং তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কার্য নিবাহক !'

১৭৫। সূত্রাং তাহারা আল্লাহর নেয়ামত এবং ফয়সলসহ প্রত্যাবর্তন করিল (এমতাবস্থায় যে), কোন অনিষ্ট তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই; এবং তাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করিয়াছিল; বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহা ফয়সলের অধিকারী।

১৭৬। ইহা একমাত্র শয়তানই যে তাহার বন্ধুগণকে 'ভয় দেখায়, সূত্রাং যদি তোমরা মো'মিন হও তাহা হইলে তাহাদিগকে ভয় করিও না বরং আমাকেই ভয় কর।

১৭৭। এবং যাহারা কুফরীর মধ্যে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে তাহারা যেন তোমাকে বিষয় না করে, তাহারা কখনও আল্লাহর কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ পরকালে তাহাদের জন্য কোন অংশ রাখিতে চাহেন না, এবং তাহাদের জন্য মহা আযাব রহিয়াছে।

১৭৮। নিশ্চয় যাহারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরী ক্রয় করিয়াছে, তাহারা আদৌ আল্লাহর কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না; এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক সযাদ।

১৭৯। এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা যেন কখনও এইরূপ মনে না করে যে, তাহাদিগকে আমরা যে অবকাশ দিয়া যাইতেছি ইহা তাহাদের নিজের জন্য মঙ্গলজনক; বস্তুতঃ আমরা তাহাদিগকে কেবল এই জন্য অবকাশ দিতেছি যেন তাহারা

يَسْتَيْسِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ
أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ
الْفَتْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

الَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَعَلُوا لَكُمْ
فِتْنَةً فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّكُمْ بِنِيبَاتِهِ لَتَالِقُونَ ۝
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمَسَّ مِنْهُمْ شَيْءٌ
وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ۝

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ
وَخَافُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

وَلَا يَخْزِيكَ الَّذِينَ يَسْأَلُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ
يُغْنُوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِطْلًا فِي
الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُوا اللَّهَ
شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

وَلَا يَحْزِنُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نَبِئُكُمْ لَمْ يَخِرْ لَكُمْ فِي
إِنَّمَا نَبِئُكُمْ لَمْ يَزِدْكُمْ دَاوُدَ وَإِسْمَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ
مُهِينٌ ۝

পাপে আরও বাড়িয়া যায়, এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে নাশ্বানজনক আযাব ।

১৮০ । আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তিনি মো'মেনদিগকে সেই অবস্থায় পরিত্যাগ করেন, যে অবস্থায় তোমরা আছ, যে পর্যন্ত না তিনি অপবিত্রকে পবিত্র হইতে পৃথক করিয়া দেন । এবং আল্লাহ্ এমনও নহেন যে, তিনি তোমাদিগকে গায়েবের বিষয় অবহিত করেন, কিন্তু আল্লাহ্ তাহার রসূলগণের মধ্য হইতে যাহাকে চাহেন মনোনীত করিয়া থাকেন । সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ এবং তাহার রসূলগণের উপর ঈমান আন । এবং যদি তোমরা ঈমান আন এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহা হইলে তোমাদের জন্য মহা পুরস্কার রহিয়াছে ।

১৮১ । এবং যাহারা উহার (ধন-সম্পদ খরচ করার) ক্ষেত্রে—যাহা আল্লাহ্ আপন ফয়ল দ্বারা তাহাদিগকে দিয়াছেন—কৃপণতা করে, তাহারা উহাকে যেন নিজেদের জন্য কল্যাণজনক মনে না করে, বরং ইহা তাহাদের জন্য অকল্যাণজনক হইবে । যাহা সম্বন্ধে তাহারা কৃপণতা করে উহাকে নিশ্চয় কিয়ামত দিবসে তাহাদের প্ৰণার বেড়ি করা হইবে । এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর পূর্ণ সৃষ্টিধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌রই এবং যাহা তোমরা করিতেছ তদসম্বন্ধে আল্লাহ্ সর্বিশেষ অবহিত ।

১৮২ । নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদের কথা শ্রবণ করিয়াছেন যাহারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ দরিদ্র এবং আমরা ধনী' ; তাহারা যাহা বলিয়াছে আমরা উহা এবং তাহাদের অন্যায়ভাবে নবীপণ-কে হত্যা করার (চেষ্টার) বিষয় লিখিয়া রাখিব; এবং আমরা বলিব, 'তোমরা দক্ষকারী আঙনের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর;

১৮৩ । ইহা উহার কারণে যাহা তোমাদের হাত অগ্র প্রেরণ করিয়াছে ।' বস্তুতঃ আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি আদৌ যানেম নহেন ।

১৮৪ । যাহারা বলে, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদিগকে তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়াছেন যে, আমরা যেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন রসূলের উপর ঈমান না আনি যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আমাদের জন্য এমন কুরবানী (করার আদেশ) লইয়া আসে যাহা অগ্নি গ্রাস করে ।' তুমি বল, 'অবশ্য আমার পূর্ব স্পষ্ট নিদর্শন এবং যাহা তোমরা বল উহা লইয়া তোমাদের নিকট অনেক রসূল আসিয়াছিল; যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে কেন তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে ?'

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ
حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ
عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْزِي مَنْ يُرِيدُ مِنْ شَأْنِهِ
فَأَمَّا بِلِلَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ
عَظِيمٌ ①

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنْهَمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ
يَوْمَ الثَّيْتَةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ②

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَ
نَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ
بَغْيًا وَيَـقُولُونَ قَوْلًا عَدَا بَ الْخَرِيقِ ③

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتْ اَيْدِيَكُمْ وَاِنَّ اِلٰهَ لَيْسَ بِظَلٰمٍ
لِّغٰلِيِيۡنَ ④

الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اِلٰهَ عٰهَدَ اٰلِنَا اِلَّا نُوْمِنُ بِرُسُوْلِ
حَتّٰى يَأْتِيَنَا بِقُرْبٰنٍ نَّأْكُلُهٗ النَّارُ قَدْ جَآءَكُمْ
رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِىۡ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِىۡ قُلْتُمْ لَمْ تَقْتُلُوْهُمْ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيۡنَ ⑤

১৮৫। অতএব, যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে (সমরণ রাখিও) তোমার পূর্বেও রসূলগণকে, যাহারা সুস্পষ্ট নিদর্শন ও হিকমতপূর্ণ পুস্তকসমূহ এবং উজ্জ্বল কিতাবসহ আগমন করিয়াছিলেন, মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে।

১৮৬। প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনই কেবল তোমাদিগকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে। তখন যাহাকে আগুন হইতে দূরে রাখা হইবে এবং জাহান্নাতে দাখিল করা হইবে সে নিশ্চয় সফলকাম হইবে। বস্তুতঃ পৃথিবী জীবন প্রত্যাহার সামগ্রী বাতীত কিছুই নহে।

১৮৭। নিশ্চয় তোমাদিগকে তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের জীবন স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষা করা হইবে, এবং যাহাদিগকে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নিকট হইতে এবং যাহারা শিরূক করিয়াছে তাহাদিগের নিকট হইতেও তোমারা নিশ্চয় অনেক পীড়াদায়ক কথা শুনিবে। এমতাবস্থায় যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তাহা হইলে ইহা নিশ্চয় দৃঢ় সংকল্পের বিষয় হইবে।

১৮৮। এবং (সমরণ করা) যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের নিকট হইতে যখন আলাহ্ অঙ্গীকার লইয়াছিলেন (এই বলিয়া), 'তোমরা অবশ্যই লোকদের নিকট ইহা বিশদভাবে বর্ণনা করিবে এবং ইহা গোপন করিবে না।' কিন্তু তাহারা ইহাকে তাহাদের পিঠের পিছনে নিক্ষেপ করিল এবং ইহার বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করিল। বস্তুতঃ তাহারা যাহা ক্রয় করে উহা কত নিকৃষ্ট!

১৮৯। তুমি মনে করিও না যে, যাহারা নিজেদের কৃত-কর্মের জন্য উল্লাস করে, এবং তাহারা যে কাজ করে নাই সে সম্পর্কেও তাহারা পসন্দ করে যেন তাহাদের প্রশংসা করা হয়—তুমি আদৌ মনে করিও না যে তাহারা শাস্তি হইতে নিরাপদ, বরং তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আশাব।

১৯০। এবং আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর শাসন-ক্ষমতা আল্লাহরই এবং আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۝

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّا تَوَوُّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَخْرُجْ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلْ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ ۝

لَتَجَلِيْنَ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَتَسْمَعُنْ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوا اَدْنٰى كَثِيْرًا وَاِنْ تُصِرُّوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوهُ فَبَدَّلُوهُ سَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُخْسَ مَا يَشْتَرُونَ ۝

لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُوتُوا وَيَخْتَفُونَ أَنْ يُعَذِّبُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَغْلِبْهُمْ سَعَارَةٌ مِنْ الْعَذَابِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

১১১। নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃজনের মধ্যে এবং রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনের মধ্যে বৃদ্ধিমান লোকদের 'জনা' বহু নিদর্শন রহিয়াছে —

১১২। যাহারা দাঁড়াইয়া এবং বসিয়া এবং নিজেদের পার্শ্বদেশে (উইয়া) আল্লাহকে সন্মরণ করে এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃজনের বিষয় চিন্তা করে (এবং বলে), 'হে আমাদের প্রভু! তুমি এই সব কথা সৃষ্টি কর নাই। তুমি পবিত্র, সূতরাং তুমি আমাদের আশুনের আযাব হইতে রক্ষা কর;

১১৩। হে আমাদের প্রভু! তুমি যাহাকে আশুনে প্রবিষ্ট করিয়াছ, তাহাকে তুমি অবশ্যই নাস্তি করিয়াছ। বস্তুতঃ যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই;

১১৪। হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে (এই বলিয়া) আহ্বান করিতে শুনিয়াছি যে, 'তোমরা তোমাদের প্রভুর উপর ঈমান আন'; সূতরাং আমরা ঈমান আনিয়াছি। অতএব, হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের আশুনের আযাবের পাপসমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের মন্দ কর্মের অনিষ্টসমূহকে আমাদের আশুনের হইতে দূরীভূত কর, এবং আমাদের আশুনের পূণ্যবানদের সহিত (শামিল করিয়া) মৃত্যু দাও;

১১৫। হে আমাদের প্রভু! তুমি তোমার রসুলগণের মাধ্যমে আমাদের আশুনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছ তাহা আমাদের আশুনের তুমি দান কর, এবং কিয়ামতের দিনে আমাদের আশুনের নাস্তি করিও না। তুমি আদৌ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর না।'

১১৬। অতএব, তাহাদের প্রভু তাহাদের ডাকে (এই বলিয়া) সাড়া দিলেন যে, তোমাদের মধ্যে হইতে কোন কর্মীর কর্মকে, সে পরুষ হউক বা নারী, আমি নষ্ট করিব না। তোমরা একে অপর হইতে। অতএব, যাহারা হিজরত করিয়াছে এবং তাহাদিগকে তাহাদের গৃহ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছে এবং আমার পথে তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে এবং তাহারা যুদ্ধ করিয়াছে ও নিহত হইয়াছে, আমি নিশ্চয় তাহাদিগ হইতে তাহাদের মন্দ কর্মের অনিষ্টসমূহকে দূরীভূত করিয়া দিব এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করিব—যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত—আল্লাহর নিকট হইতে পুরস্কার স্বরূপ; বস্তুতঃ আল্লাহর নিকট রহিয়াছে সর্বোত্তম পুরস্কার।

إِنِّي فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١١١﴾

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سَخِّبَكَ فِيمَا عَذَابَ الثَّآوِي ﴿١١٢﴾

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١١٣﴾

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ أُصْنُوا بِرَبِّكُمْ فَأَمَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّاهُ الْآبَرَارُ ﴿١١٤﴾

رَبَّنَا وَإِنَّا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِسْمَةِ إِنَّكَ أَكْثَرُ الْبَاعِدِ ﴿١١٥﴾

فَاتَّخَذَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذُكِّرْتُ أَوْ أَنْتُ بَعْضُكُمْ مِّنَ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِنَا وَفَقُلُوا وَقُلُوا لَا تُكْفِرْنَ عَنْهُمْ رَبُّنَا وَإِنَّا مُنْجِيهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخِلُونَهَا الَّذِينَ هُمْ أَتَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١١٦﴾

১৯৭। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে দেশের ভিতরে তাহাদের (স্বাধীন ভাবে) চলাফেরা করা যেন তোমাকে আদৌ ধোকায় না ফেলে।

لَا يَغْرُوكَ قَلْبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ۝

১৯৮। ইহা স্বল্প ভোগ-সামগ্রী, ইহার পর তাহাদের আবাসস্থল হইবে জাহান্নাম, ইহা কতই না মন্দ বিশ্রামস্থল।

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَفِيهَا ۝

১৯৯। কিন্তু যাহারা তাহাদের প্রভুর তাকওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য জাহান্নামসমূহ রহিয়াছে যাহার ভলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, ইহা আল্লাহর তরফ হইতে আতিথ্য স্বরূপ হইবে। এবং যাহা কিছু আল্লাহর নিকট আছে, তাহা পূণ্যবান লোকের জন্য আরও উত্তম হইবে।

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نَزِلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّالْبَرِّ ۝

২০০। এবং নিশ্চয় আহলে কিতাবদের মধ্য হইতে অবশ্য এমন লোকও আছে যাহারা আল্লাহর উপর এবং উহার উপর যাহা তোমাদের প্রতি নাযেল করা হইয়াছে এবং উহার উপর যাহা তাহাদের প্রতি নাযেল করা হইয়াছে, আল্লাহর প্রতি বিনয়বনত হইয়া ঈমান আনে; আল্লাহর আয়াতসমূহের বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে না; ইহারা এমন লোক যাহাদের জন্য তাহাদের (কর্মের) পুরস্কার তাহাদের প্রভুর নিকট সংরক্ষিত আছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অতি তৎপর।

وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خُشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ تَسَاءً قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

২০১। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, এবং ধৈর্যশীলতায় (শত্রুদের সহিত) প্রতিযোগিতা কর এবং সীমান্ত রক্ষায় তোমরা সদা প্রস্তুত থাক এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَتَأْتُوا اللَّهَ نَعْلَمُ تَقْلِيحُونَ ۝